মোবাইল বিকিরণের সুবিধা অসুবিধা

রায় কোচিং সেন্টার আয়োজিত সভা

স্থান শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল স্কুল,
নদিয়া। ৮ জুলাই বেলা তিনটেয়

বক্তা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

যোগাযোগ কাশীনাথ রায় (৯৫৬৩০৬০৬৩৫)

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 1 1 July 2012 Rs. 2 http://sites.google.com/site/songbadmanthan

চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১ জুলাই ২০১২ রবিবার ২ টাকা

• প্রসূতি পুষ্টি পৃ ২ • শ্যামলী পৃ ২ • স্কুল বন্ধ পৃ ৩ • বাজ নিয়ে পৃ ৩ • পরমাণু প্রতিরোধ পৃ ৩ • ভ্রমণ পৃ ৪ • ইউরো কাপ পৃ ৪ • লাইব্রেরি পৃ ৪

পরমাণু চুল্লি চালু কোরো না

বহু হাজার মানুষের প্রতিবাদ উপেক্ষিত, ফের পরমাণু চুল্লি চালু জাপানে

জাপানে সব ক'টি চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এপ্রিল মাসে। পরমাণু বিদ্যুৎ ছাড়াই দিব্বি চলছিল জাপান — তার শক্তি সংরক্ষণের 'সেৎসুদেন' উদ্যোগ নিয়ে। কিন্তু পরমাণু বিদ্যুৎ প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে পড়ে যাবে, তাই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার জন্য জাপান সরকারের ওপর চাপ বাড়ছিল। অবশেষে টোকিও শহরে ১৪ শতাংশ আর পশ্চিম জাপানে ১৬ শতাংশ বিদ্যুৎ ঘাটতি হচ্ছে ঘোষণা করে ১৬ জুন জাপান সরকার বলে, কিছু পরমাণু চুল্লি চালু করা হবে।

এর বিরুদ্ধে জাপানে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ টোকিও শহরে রাস্তায় নেমে আসে ২৯ জুন। পরমাণু চুল্লি পুনরায় চালু না করার দাবিতে তারা সোচ্চার হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান সরকার পশ্চিম জাপানে ওহি পরমাণু প্রকল্পের একটি চুল্লি চালু করছে ১ জুলাই।

নোনাডাঙার বস্তিবাসীদের ধরনায় পুলিশের লাঠি, গ্রেপ্তারি, বার বার পুলিশি হেফাজত

শমীক সরকার, কলকাতা, ৩০ জুন •

নোনাডাঙার বস্তিবাসী এবং উচ্ছেদবিরোধী কর্মীরা ফের পুলিশি নিপীড়নের শিকার হল। গত ২০ জুন মজদুর ও শ্রমিক কলোনির বাসিন্দাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন, এবং নাগরিক পরিষেবার দাবি নিয়ে ধর্মতলায় একটি অবস্থান ধরনার আয়োজন করে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। সকাল থেকে চলা ধরনা ঘিরে ছিল ব্যাপক পুলিশ বাহিনী। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পুলিশের মাধ্যমে খবর পাঠান, সরকার নোনাডাঙার বস্তিবাসীদের সঙ্গে বসতে চায়, ২৬ জুন বসা হতে পারে। ধরনা থেকে পাল্টা জানিয়ে দেওয়া হয়, এই বর্ষায় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মাঠে, যেখানে বস্তিবাসীরা রয়েছে, সেখানে জল জমে যাচ্ছে। তাছাড়া পাঁচিলের যে বেরোনোর জন্য জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে, সেখানে একটা ময়লার ভ্যাট থাকার জন্য যাতায়াতের পথ পূতিগন্ধময় হয়ে রয়েছে। সেই ভ্যাটটা যেন সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর তিনের পাতায়

চার্জশিটে অভিযুক্তদের নাম নেই, জলা ভরাটের পাণ্ডা কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্তই হয়নি

তপন দত্ত হত্যার তদন্তকারী সংস্থায় অনাস্থা জানাল পরিবার

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, কলকাতা, ৩০ জুলাই •

পরিবেশ শহিদ তপন দত্ত হত্যার অনুসন্ধানে রাজ্য সরকারের অপরাধ তদন্ত বিভাগ গড়িমসি করছে বলে জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে এই অনুসন্ধানের ভার দেওয়ার দাবিতে হাইকোর্টে আপিল করলেন তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত। হাইকোর্ট এই মামলাটি গ্রহণ করে রাজ্য সরকারকে দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছে তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য।

আবেদনে প্রতিমাদেবী জানিয়েছেন, হাওড়ার জয়পুর বিল ভরাটের বিরুদ্ধে তপন দত্ত যখন আন্দোলন শুরু করেন, তখন বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলার অনেক নেতা এবং সভাপতি অরূপ রায় তাঁর সাথে ছিলেন। এই বেআইনি জলা ভরাটের কাজে জমি হাঙরদের এক বড়োসড়ো সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল। নাচার হয়ে তপন ২০০৯ সালে হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন এই জলা ভরাট আটকাতে। জলা বোজাচ্ছিল যে কর্পোরেট রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলি, তাদের অন্যতম 'আনমোল'–এর অফিসে মামলার নোটিশ দিতে গিয়ে তপনবাবু দেখেন, সেখানে জেলা সভাপতি বসে আছেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি তপনবাবুকে জানান, আনমোল তাঁকে আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

আবেদনটিতে প্রতিমাদেবী আরও বলেছেন, তাঁর স্বামীর খুনের ঘটনায় জড়িয়ে আছে হাওড়া জেলার অনেক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা — ষষ্ঠী গায়েন, অসিত গায়েন, কল্যাণ ঘোষ, গোবিন্দ হাজরা, অমিত পাল চৌধুরী, অজয় পাল চৌধুরী, মলয় দত্ত, পাচু বাগানি, লক্ষ্মীকান্ত হালদার, বাবু মণ্ডল, পরিতোষ বর, রমেশ মাহাত এবং তার সঙ্গীসাথীরা। এই খুনের ষড়যন্ত্রে জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী অরূপ রায় সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ করেছেন প্রতিমাদেবী। কুখ্যাত অপরাধী রমেশ মাহাত এবং তার সঙ্গীসাথীরা মিলে 'গিল্ড' নামক একটি সিন্ডিকেট বেআইনিভাবে তৈরি করে জলা বোজানোর কাজে যুক্ত হয়েছিল।

প্রতিমাদেবীর অভিযোগ, ২০১১ সালের ১৫ মার্চ

- *হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত উচ্চপর্যায়ের কমিটি ২৬ এপ্রিল জয়পুর বিল পরিদর্শন করে এসে জানিয়েছে, ওখানে জলা ভরাট হয়েছে।*
- *ভরাট হওয়া জমিতে হোসিয়ারি পার্কের উদ্বোধন করে এসেছেন শিল্পমন্ত্রী।*

পরিতোষ বর তপনবাবুর বাড়িতে আসেন রমেশ মাহাত–র ভাইকে নিয়ে এবং তাকে ২৫ লক্ষ টাকা ও কলকাতায় একটি ফ্ল্যাট ঘুষ হিসেবে দিতে চান। তপনবাবু ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেন এবং জলাবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে ৬ মে তিনি খুন হয়ে যান।

সিআইডি তদন্তের ভার নিয়ে ৩০ আগস্ট তড়িঘড়ি একটি চার্জশিট তৈরি করে। সেই চার্জশিটে রমেশ মাহাত, ষষ্ঠী গায়েন, অসিত গায়েন, সুভাষ ভৌমিক, এবং কার্তিক দাস–কে মূল অভিযুক্ত বলে বলা হয়। কিন্তু সেই চার্জশিটে মন্ত্রী অরূপ রায়ের নামোল্লেখ ছিল না। তবে ওই চার্জশিটে এই কথার উল্লেখ ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আনমোল সাউথ সিটি প্রজেক্ট–এর জন্য হাওড়ার সুতি ক্যানাল, হাড়াল ক্যানাল এবং আরও দুটি ক্যানালে ছাই ফেলা নিয়ে জেলার তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে তপনবাবুর দীর্ঘ শত্রুতা ছিল। সিআইডি–র প্রাথমিক চার্জশিটে উল্লেখ ছিল, 'জলাভূমি বাঁচাও কমিটি' গড়ে তপনবাবু জলা বাঁচাতে লড়ছিলেন এবং অর্থের টোপ এবং অন্যান্য কিছুর মধ্যেও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রতিমাদেবীর আরও অভিযোগ, উক্ত প্রাথমিক চার্জশিটে এবং পরবর্তীতে আরও একটি চার্জশিটে সিআইডি যে এই সমস্ত জলাভূমি ভরাটের মূল হোতা, সেই 'বেঙ্গল আনমোল সাউথ সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড'–এর কার্যকলাপের ব্যাপারে তদন্ত করেছে, তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। 'গিল্ড' নামক সিন্ডিকেটের কার্যকলাপের বিষয়ে তদন্তের কোনো ছাপও ওই চার্জশিটে পাওয়া যায়নি।

এরপর তিনের পাতায়

রাওয়াতভাটা পরমাণু প্রকল্পে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, শিকার ৩৮ শ্রমিক

ডায়ানিউক ডট অর্গ ওয়েবসাইটে কুমার সুন্দরমের রিপোর্ট, ২৯ জুন •

রাজস্থানের রাওয়াতভাটা পরমাণু প্রকল্পে ২৩ জুন ট্রিটিয়াম নিঃসরণ হয়েছে এবং এর ফলে ভারী জল ও ট্রিটিয়াম সরবরাহ ব্যবস্থায় কর্মরত ৩৮ জন শ্রমিক বিকীরণের শিকার হয়েছে। প্রকল্পের পাঁচ এবং ছয় নম্বর ইউনিটের স্টেশন ডিরেক্টর বিনোদ কুমার বলেছেন, ৩ জন শ্রমিক 'স্বাভাবিকের থেকে অতিরিক্ত' ট্রিটিয়াম বিকিরণের মধ্যে পড়েছে। যদিও পরমাণু বিজ্ঞানী তথা পরমাণু বিরোধী কর্মী সুরেন্দ্র গাডেকর জানিয়েছেন, ট্রিটিয়াম বিকিরণে কোনো 'নিরাপদ সীমা' হয় না। হাইড্রোজেনের এই ভয়ঙ্কর রেডিওনিউক্লাইডটি জলে গুলে যায়, এবং দেহের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও জানা গেছে, ১৫০ জন শ্রমিককে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মুম্বই থেকে রাজস্থানে এসেছে এক বিশেষজ্ঞ টিম।

এসমস্ত কথাই পাঁচদিন চেপে যাওয়া হয়েছিল। পাঁচদিন পরে রাজস্থানের হিন্দি দৈনিক 'রাজস্থান পত্রিকা'–তে খবরটি বেরোয়, কিন্তু কোনও জাতীয় দৈনিকে খবরটি বেরোয়নি। ইন্টারনেটে খবরটি প্রচারিত হতে শুরু করতেই রাওয়াতভাটা পরমাণু দুর্ঘটনার খবর চেপে যাওয়া বা কমিয়ে দেখানোর প্রয়াস শুরু হয়ে গিয়েছে সরকারি মহলে। বড়ো জাতীয় মিডিয়ায় পরমাণু কর্তৃপক্ষের মিডিয়া ম্যানেজাররা জানিয়েছেন, মাত্র ২ জন শ্রমিক বিকিরণের শিকার হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর আগস্ট মাসে কাকরাপাড় পরমাণু চুল্লিতে একটি তেজস্ক্রিয় নিঃসরণে তিনজন চুক্তি–শ্রমিক বিকিরণের শিকার হয়। এই অস্থায়ী শ্রমিকদের কোনো স্বাস্থ্যবীমা বা সুযোগসুবিধা ছিল না। এবারের রাওয়াতভাটা বিকিরণে আটত্রিশ জনের মধ্যে ২২ জনই অস্থায়ী শ্রমিক। সুরেন্দ্র গাডেকর জানিয়েছেন, 'চুক্তি শ্রমিকদের জন্য বার্ষিক বিকিরণ সীমা দেড় মিলিরেম নির্দিষ্ট করেছে পরমাণু কর্তৃপক্ষ। কোনো অস্থায়ী শ্রমিক যদি এক দিনেই ওই পরিমাণ বিকিরণের শিকার হয়, তাহলে তাকে পরবর্তী এক বছরের জন্য কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই চুক্তি–শ্রমিকরা তারপর অন্য নাম নিয়ে ফেরত আসে কাজে। তারা একবার আমাদের দেশের বিপুল কর্মহীন জনতার ভিড়ে মিলিয়ে গেলে তারপর তাদের যখন বিকিরণের ফলে রোগ হয়, তখন তাকে পরমাণু বিকিরণজনিত রোগ বলে কিছুতেই ধরা যায় না।'

কুডানকুলামে পরমাণু প্রতিরোধ চলছে

টমাস কোচারি, তামিলনাড়ু, ১ জুলাই •

ইদিনথাকারাই এবং কুডানকুলামের গ্রামবাসীরা ফের হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে জানিয়ে দিল, কুডানকুলাম পরমাণু চুল্লির প্রতিরোধে তারা অটুট আছে। তাদের এই জমায়েতে হাজির হয়েছিল কেরালা এবং তামিলনাড়ুর অনেক কর্মী এবং রাজনীতিবিদ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অপর্ণা সুন্দর, ফাদার পিটার এবং জ্যোতি।

জমায়েতে প্রশ্ন ওঠে, চুল্লির সাপ্লায়ার রাশিয়া বলে দিয়েছে, তারা পরমাণু চুল্লির নিরাপত্তার দায় নেবে না। অপরদিকে নিরাপদ নিরাপদ বলে যারা চেঁচাচ্ছে, সেই ভারতীয় পরমাণু কর্তারা চুল্লির নকশা দেখাতে অপারগ, কারণ তা নাকি রাশিয়ান সম্পত্তি। তাহলে চুল্লির নিরাপত্তার দায় কেন এলাকাবাসী নেবে?

নীরব এবং সরব জরুরি অবস্থা

এস পি উদয়কুমার, ২৬ জুন জরুরি অবস্থার দিন দক্ষিণ তামিলনাড়ুর কুদানকুলাম এলাকার ইদিনথাকারাই গ্রাম থেকে পাঠানো বার্তা থেকে নেওয়া •

আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতবাসীর ওপর কুখ্যাত জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু মানুষ খুব খুশি হয়েছিল, আমলারা অফিসে আসছিল ঠিক সময়, দোকানিরা দামের তালিকা টাঙিয়ে রাখছিল দোকানের বাইরে, ঠিক সময়ে ট্রেন চলছিল ইত্যাদি কারণে। কিন্তু অনেক মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা ও ক্ষমতা খর্বিত হওয়ার কারণে। আমি তখন ১৫ বছরের বালক, বাবার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলাম (বাবা ছিলেন ডিএমকে পার্টির কর্মী)। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জড়ো হওয়ার স্বাধীনতা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভয়ের থেকে মুক্তি ছিল না সে সময়। লোকে তাদের কথা মন খুলে বলতে পারত না। খবরের কাগজে সেনসরশিপের কারণে সাদা পাতা বেরোত। সমাজে সন্দেহ আর ভয়ের একটা পাতলা আবরণ পড়ে গিয়েছিল। এটি সেই ভারত ছিল না, যাকে ভালোবেসে আমি বড়ো হয়েছি। আমি আমার ভয়ঙ্করতম দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি, সাঁইত্রিশ বছর পরে আমি আবার একইরকম নীরব জরুরি অবস্থার মধ্যে পড়ব।

আজ ইদিনথাকারাই গ্রামে আমার আর পুষ্পরায়নের স্বেচ্ছা নির্বাসনের ১০০ দিন। ১৮ মার্চ ২০১২ বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশে তিরুনেলভেল্লি জেলাশাসকের পিএ আমাকে এবং ইদিনথাকারাই চার্চের ফাদার জয়কুমারকে বলেন, জেলাশাসকের অফিসে গিয়ে দেখা করতে পরদিন সকাল দশটায়। জেলাশাসক সেলভারাজ নিজেই রাতে এবং পরদিন সকালে আমায় ফোন করে বলেন, তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করতে। আমি বুঝতে পারি, ডাকাডাকি করা হচ্ছে আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য। ঠিক তাই, কুদানকুলাম, কুট্টাপুলি, চেট্টিকুলাম, এবং ইরোডে আমাদের ২০০ বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। রায়ান এবং আমি আরও ১৩ জনের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসি, আমাদের বন্ধুদের আশু নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে। ১৯ মার্চ পুলিশ সুপার বিজয়েন্দ্র বিদারি আমার মোবাইলে ফোন করে আত্মসমর্পন করতে বলেন। আমি মোবাইল অন রেখেই উপস্থিত হাজার হাজার মানুষকে জিজ্ঞেস করি, আমি আত্মসমর্পন করব কিনা, তারা চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, না। আমি পুলিশ সুপারকে বলি, বেশ কিছু পুলিশ ভ্যান পাঠানোর জন্য, যাতে সবাইকে ভ্যানে তোলা যায়। তিনি রেগে গিয়ে বলেন, এই শেষবার আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি, বলে তিনি ফোন রেখে দেন। আমরা মাঝেমাঝেই ফোনে কথা বলতাম, তাঁর মৌখিক সম্মতি নিতাম আমাদের সভা সমিতিগুলি করার জন্য। সেই ১৮ মার্চ থেকে আমি আর পুষ্পরায়ন এই ছোট্ট উপকূলের গ্রামটি ছাড়িনি (সমুদ্রপথে দু'বার কাছেই কুথেনকুঝি গ্রামে যাওয়া ছাড়া)। আশেপাশের গ্রামগুলির মানুষ আমাদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সারাক্ষণ নজর রাখছে। তামিলনাড়ু সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে আমাদের এলাকায় খাবার, জল, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য জরুরি জিনিস যেমন শিশুখাদ্য, ফল, সবজি সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে। মায়েরা বাচ্চাদের চিনির জল খাওয়াচ্ছে। পোয়াতি মহিলারা হাসপাতালে যেতে পারছে না। পুরুষেরা গ্রামে ঢুকতে–বেরোতে পারছে না। আমাদের ঘিরে রেখেছে সারা তামিলনাড়ু থেকে জুটিয়ে আনা বিশাল পুলিশবাহিনী এবং আধাসেনা। এ অবস্থাকে আমরা বলি আর এক মুল্লিভাইকাল (জরুরি অবস্থা), সত্যি তাই।

পুষ্পরায়ন, জেসুরাজ এবং আমি গ্রেফতারি ও পুলিশি নিপীড়নকে ভয় পাই না। আমরা কেবল চাই না, আমাদের লড়াইটা তামিলনাড়ু সরকার, ভারত সরকার এবং তাদের গুপ্তচর সংস্থারা গুটিয়ে দিক। তাই আমরা ইদিনথাকারাই–এর বাইরে যাইনি। এই স্বেচ্ছা–নির্বাসন মধুর নয়। কিন্তু এই স্বেচ্ছা–নির্বাসনে আমাদের লাভ, আমরা আমাদের লড়াইকে জিইয়ে রাখতে পেরেছি, প্রচুর অনশন, জনসভা, প্রচার, পরিকল্পনা, মিটিং সহ অন্যান্য কাজের মধ্যে দিয়ে। এ পর্যন্ত 'পরমাণু শক্তি বিরোধী জন আন্দোলন'–এর নেতৃবৃন্দ এবং দক্ষিণ তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ৩০০–র বেশি মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে ১৭০টা এফআইআর করা হয়েছে। আমাদের এক বন্ধু এটা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ১০৯টা এফআইআর করা হয়েছে ৫৫,৭৯৫ জন মানুষ এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ২১টি ধারা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আছে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ধারা (১২১), ৩৬০০ জনের বিরুদ্ধে। এবং দেশদ্রোহিতার ধারা (১২৪এ) দেওয়া হয়েছে ৩২০০ জনের বিরুদ্ধে। কুদানকুলাম থানা সম্ভবত সেই থানা, যেখানে সবচেয়ে বেশি দেশদ্রোহিতা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মামলা লেখা হয়েছে সবচেয়ে কম সময়ে, ঔপনিবেশিক এবং স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে।

... আমার মনে পড়ে যাচ্ছে জরুরি অবস্থা এবং মিসা (আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুরক্ষা আইন)–র দিনগুলির কথা। হ্যাঁ, আজ দেশে চলছে নীরব জরুরি অবস্থা। রাষ্ট্র, যারা কিনা আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলছে, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, তারাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জনগণের বিরুদ্ধে। আজকের ভারতে কোনটা দেশদ্রোহিতা? মনমোহন সিং সরকারের গাদা গাদা মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং সুস্থভাবে বাঁচার কথা বলছি, তারাই নাকি দেশদ্রোহী!

এরপর তিনের পাতায়

সম্পাদকের কথা

জরুরি অবস্থা
আজও অন্য রূপে

কুডানকুলাম পরমাণু চুল্লি বিরোধী আন্দোলনের নেতা এস পি উদয়কুমার আজকের পরিস্থিতিকে বলেছেন, 'নীরব জরুরি অবস্থা'। প্রতিবছর ২৬ জুন এলেই আমাদের মনে পড়ে যায় ১৯৭৫ সালের সেই জরুরি অবস্থা ঘোষণার দিনটির কথা। বহুদিন কংগ্রেস–বিরোধী এবং বাম রাজনীতির প্রতীক হিসেবে কাজ করেছিল ইন্দিরা গান্ধীর সেই সময়কার কার্যকলাপ। আজও শহরে ২৬ জুন পালিত হয়, বক্তৃতা আর আলোচনাসভায় জরুরি অবস্থাকে স্মরণ করা হয়।

কুডানকুলামে গতবছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একটা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ জন–প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। হাজার হাজার গ্রামবাসী, মহিলারা দফায় দফায় অনশন সত্যাগ্রহ করেছে। ভারত সরকার সেই প্রতিরোধকে কেবল অবজ্ঞাই করেনি, কঠোরভাবে দমন করেছে। গত মার্চ মাসে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা ভোল পাল্টে মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিলেন, সরকারি দমন চূড়ান্ত রূপ নিল। সত্যাগ্রহীর বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' করার ধারা, 'দেশদ্রোহিতা'র ধারা! দেশের বিচার ব্যবস্থার কাছে গিয়ে আইনের নামে এইসব বেআইনি পদক্ষেপের সুবিচার পাচ্ছে না আন্দোলনকারীরা।

কিন্তু কুডানকুলামের এইসব কাহিনী দেশের অন্য প্রান্তের মানুষ জানতে পারছে না। ২০,০০০ স্থানীয় মানুষের লাগাতার প্রতিরোধ খবরের কাগজের পাতায় স্থান পায়নি। ১৯৭৫ সালের ঘোষিত জরুরি অবস্থায় মিডিয়া (বড়ো খবরের কাগজ) ছিল সরকারের আক্রমণের টার্গেট। অনেক সাংবাদিককে জেলে পোরা হয়েছিল। আর আজ মিডিয়া এসব খবর বেমালুম চেপে যাচ্ছে। তারা সরকারের কুকর্মের সঙ্গী। এই তো আজকের অঘোষিত জরুরি অবস্থার নতুন রূপ!

সেদিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে দায়ী করা হয়েছিল। আজ মনমোহন সিং জনতার অভিযোগের কাঠগড়ায়। এঁদের দায় নিশ্চয় আছে। কিন্তু ঘটনাগুলোর পিছনে আরও অনেকেই নানানভাবে জড়িত রয়েছে।

কলকাতার পূর্বপ্রান্তে নোনাডাঙায় যেন খানিকটা কুডানকুলামের ঢঙেই ঘটনা ঘটে চলেছে। বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বেশ কিছু সংগঠন ও ব্যক্তি। বস্তিবাসী এবং সহযোগীদের প্রতিবাদ আন্দোলনের ওপর শুধু দমন করেই ক্ষান্ত থাকেনি সরকার, দফায় দফায় চলেছে গ্রেপ্তারি। ত্রিশজনের বেশি কর্মীকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাদের ওপর মিথ্যা মামলা করা হয়েছে এবং 'বাইরের লোক', 'মাওবাদী' স্ট্যাম্প লাগানো হয়েছে। যেন কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাইরে থেকে প্রতিবাদ করা অপরাধ! এখানেও বিচার ব্যবস্থার কাছে দরবার করে সুরাহা কিছু হচ্ছে না।

কিন্তু যে মিডিয়া সেদিন জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের প্রহরী বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল, আজ তারা এত অনাচারের সংবাদে নীরব কেন? কেন তারা সরকারের সন্ত্রাসের দোসর? আমরা জেনেছি, কুডানকুলামে পরমাণু চুল্লির ক্ষেত্রে বহু বড়ো বড়ো দেশি ও বিদেশি কোম্পানির স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। জানা গেছে, নোনাডাঙায় ৮০ একর জমি কেএমডিএ বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স–এর জন্য দেবে। দেখা যাচ্ছে, সর্বত্র এইসমস্ত বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক সংস্থা আবার বড়ো মিডিয়ার সবচেয়ে বড়ো খুঁটি (মালিক, বিজ্ঞাপনদাতা ইত্যাদি)। তাই গণতন্ত্র আজ এক অন্য রূপে কয়েদ হয়ে রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে, যেমনটা হয়েছিল জরুরি অবস্থায়।

তিলুটিয়া আশ্রমে প্রয়াত শ্যামলী খাস্তগীরের কবরে খেলে বেড়াচ্ছে ছাগশিশু

(বাঁদিকে) শ্যামলী খাস্তগীরের মাটির কবরের ওপর খেলছে ছাগশিশু। (মাঝে) শান্তিনিকেতনে পলাশবাড়ির বাগানে শ্যামলী খাস্তগীরের চিত্রকীর্তিতে বসুন্ধরা। (ডানে) স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সুরেন্দ্র গাদেকর, ২৩ জুন, ছবি শমীক সরকার।

জিতেন নন্দী, কলকাতা ও শান্তিনিকেতন, ২৭ জুন • শ্যামলী খাস্তগীরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর বন্ধুদের পক্ষ থেকে দুটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ২৩ জুন ছিল ওঁর জন্মদিন। সেইদিন শান্তিনিকেতনে ওঁর বাসভবন পলাশবাড়িতে ওঁর ওপর রচিত বাংলা ও ইংরেজিতে ৮০টি লেখা নিয়ে 'শ্যামলী' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এছাড়া, যে পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্যামলী খাস্তগীর লড়াই করে গেছেন, সেই বিষয়ে বলবার জন্য গুজরাত থেকে এসেছিলেন ওঁরই বন্ধু সুরেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা গাডেকর। ২৩ জুন পলাশবাড়িতে এবং ২৬ জুন কলকাতার র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাঘরে তাঁরা দুজন বক্তব্য রাখেন। নিছক বক্তৃতাই নয়, পরমাণু শক্তি বিরোধী আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতির ভালোমন্দ নিয়ে খুবই প্রয়োজনীয় পারস্পরিক আলাপ হয় এই দুটি সভায়। এখানে আমি তাঁদের কিছু দরকারি বক্তব্য উদ্ধৃত করব।

বড়োলোকেরা ডিজেলের ভর্তুকির ফয়দা নেবে বলে মার্সিডিজ–বেন্‌জের মতো গাড়ি ডিজেল মডেল বের করেছে

আমাদের ভাবা দরকার, কীভাবে লোকশিক্ষার মাধ্যমে মানুষ বুঝবে সরকারের শক্তি–নীতির (এনার্জি পলিসি) কী কী খারাপ। আমরা যদি এটা নিয়ে ভাবি, তাহলে দু–চারটে ব্যাপার দেখা দরকার। প্রথমত, যখন থেকে দেশ স্বাধীন হয়েছে অর্থাৎ গত ৬০ বছরের ব্যবধানে আজ দেশে ১৪০ গুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। খুব বড়ো মাপে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ হয়েছে। তা সত্ত্বেও ত্রিশ কোটির বেশি মানুষ — অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে জনসংখ্যা যা ছিল — আজও বিদ্যুতের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত। আজকের জনআন্দোলনে এটা একটা বড়ো বিষয়। মানুষ দেখছে, এই বিদ্যুৎ আমার জন্য নয়। এটা সামাজিক ন্যায়ের একটি বিষয়। লোকে দেখছে, আমি জমি দিচ্ছি, আমার স্বাস্থ্যের ওপর এই উৎপাদনের খারাপ প্রভাব পড়ছে, অথচ এই বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমার কোনো লাভ নেই।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ সকলে না পাওয়ার ফলে, সরকারি শক্তি–নীতিতে তার একটা খারাপ প্রভাব পড়েছে। সরকারকে আলাদা আলাদা জিনিসের ওপর ভর্তুকি দিতে হয়েছে। কেরোসিনের ওপর ভর্তুকি না দিলে দেশের এক–তৃতীয়াংশ লোক অন্ধকারে রয়ে যাবে। তার জন্য কেরোসিনে ভর্তুকি দেওয়া হল। কেরোসিনের ভর্তুকির কারণে ডিজেলের ওপর ভর্তুকি দিতে হয়েছে। না হলে কেরোসিন আর ডিজেলে ভেজাল দেওয়া হবে এবং বহু ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাবে। ডিজেলের ভর্তুকির ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে দেশের অতি–ধনী সম্প্রদায়। মার্সিডিজ–বেন্‌জের মতো গাড়ি ডিজেল মডেল বের করেছে আর লোকে ডিজেলের ভর্তুকি নেওয়ার জন্য ওই গাড়ি কেনে। এই হল একটা গোলমাল। দ্বিতীয় গোলমাল হল, আমি যদি এখান থেকে ১ টন মাল ট্রেনে করে গুজরাতে নিয়ে যাই, আমার ৯ গুণ কম শক্তি–খরচ হবে। কিন্তু ভারতে ডিজেলের ওপর ভর্তুকি থাকার কারণে ট্রাক ট্রেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং লোকে সড়কপথে ট্রাকে করে মাল নিয়ে যায়। এর ফলে আমরা একটা অকার্যকর ব্যবস্থার মধ্যে আটকে গেছি। এর থেকে বেরোনোর কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। এরকম আলাদা আলাদা করে দেখলে আমরা আমাদের শক্তি–নীতির বহু গোলমাল দেখতে পাব। কীভাবে এর থেকে বেরোব, সেটা একটা বড়ো বিষয়।

আমরা যদি আগামীকাল সমস্ত পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করে দিই, কেউ টেরও পাবে না।

সুরেন্দ্র গাডেকর ব্যাখ্যা করেন, আমাদের দেশে কত বেশি হইচই করে আর কত বিপুল খরচ করে কত সামান্য পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তিনি বলেন, 'ভারতে বিদ্যুৎ (ইলেকট্রিসিটি) এবং শক্তিকে (এনার্জি) এক করে দেখা হয়। কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। বিদ্যুত শক্তির এক ছোটো অংশ মাত্র। দেশের মোট শক্তির ১১–১২% হল বিদ্যুৎ। বাকি ৮৮%–এর মধ্যে বিদ্যুৎ নেই। পেট্রোল, পেশি–শক্তি, কাঠের ব্যবহার হচ্ছে। এগুলোকে আমরা দেখি না। আমরা শক্তি বলতে বিদ্যুৎ ভেবে নিই। বিদ্যুৎ শক্তির এক সামান্য অংশ আর পরমাণু বিদ্যুৎ তো বিদ্যুতেরও এক সামান্য অংশ। আমাদের দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তার আড়াই শতাংশ হল পরমাণু বিদ্যুৎ। ... আমরা যদি আগামীকাল সমস্ত পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ করে দিই, তাহলে কেউ টেরও পাবে না।'

সরকার এবং মিডিয়া পরমাণু শক্তি বিরোধী আন্দোলনকে কোনো আমল দিতে চাইছে না

'শুধু তামিলনাড়ুর কুডানকুলামেই নয়, দেশের যেখানে যেখানে নতুন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কথা চলছে, হরিয়ানার ফতেহাবাদে বা মহারাষ্ট্রের জায়তাপুরে মানুষের প্রতিরোধ অন্তত জোরালোভাবেই চলছে। এদিক থেকে দেখলে আজ পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। আর খারাপ কোনদিক থেকে? এসব প্রতিরোধ হওয়া সত্ত্বেও সরকারের ওপর এর কোনো প্রভাব নেই। সরকার মনে করে নিয়েছে, এসবের ওপর আমল দেওয়ার কোনো দরকারই নেই। মিডিয়াও এই আন্দোলনকে কোনো আমল দিতে চাইছে না। কুডানকুলামে ২০,০০০ মানুষ জড়ো হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে তার কোনো প্রভাব নেই; মহারাষ্ট্রের সংবাদপত্রে এ নিয়ে একটা শব্দও নেই। তার ফলে এই প্রতিরোধ স্থানীয় বিষয় হয়ে রয়ে গেছে। স্থানীয় হিসেবে এগুলো বেশ বড়ো, কিন্তু জাতীয় স্তরে কোনো প্রভাব নেই।'

সঙ্ঘমিত্রা গাডেকরের বক্তব্য পরের সংখ্যায়।

তিন প্রজন্ম পেট পুরে খেলে সুস্থ সবল শিশুর জন্ম হয়

প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশুর পরিচর্যা, পরিষেবা ও পুষ্টি বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যা–বিশারদের কিছু মতামত। এবার শেষ পর্ব •

পুষ্টি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই দেশের অপুষ্টি নিয়ে চিন্তিত। বিদেশের বিচারেও আমাদের দেশে অনেক লোক অপুষ্টিতে ভুগছে। আমার বিচারে অপুষ্টি দু'রকমের। যারা উপোস করছে — শরীরে তাদের শক্তি নেই, রোগে ভোগে, কর্মক্ষমতা কম। ক্ষমতাবান লোক দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করতে পারে। ক্ষীণ ক্ষমতার লোক রোজ ৮ ঘন্টা কাজ করতে পারছে না, তার কাজে কামাই বাড়ছে, ছোটোখাটো রোগ লেগেই আছে।

আরেকরকম অপুষ্টি আছে, যারা অতিরিক্ত খায়, তাদের। তারা একটা আপেলে একটা কামড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তারা আরও স্বাদুফলের খোঁজ করে। এরা পরিমাণে বেশি খায়। যে কোনো বিবাহ, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন বা কনফারেন্সে খাওয়ার বহর দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তার ফলে মেদ বাড়ছে, দুর্বার গতিতে ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। এটাকে বলে, 'অ্যাফ্লুয়েন্ট ম্যালনিউট্রিশন' বা 'সচ্ছল অপুষ্টি'।

উপোসি অপুষ্টির কথা বলি। যাই খাও, পেট ভরে খাও, তাহলেই চলবে। পেট ভরে খাওয়া অনেকেরই জোটে না। এর ফলে মায়েরা ক্ষীণকায় শিশু প্রসব করে — তারা জন্মের পরেই অথবা অকালেই মারা যায়। অথবা কোনোরকমে ক্ষীণজীবী হয়ে বেঁচে থাকে — মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। তাই দেখা যায়, উনিশ বছরের ছেলে বা মেয়ে ক্লাস নাইনে বা টেনে পড়ছে। এখন অবশ্য সুবিধাও হয়েছে — ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ ফেল থাকবে না।

একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, বাবা এবং মায়ের স্বাস্থ্য ভালো হলে একটা সুস্থ সবল শিশু জন্মাবে আশা করা যায়। চাল আমাদের প্রধান খাদ্যের মূল অংশ। তার জন্য ভালো বীজ চাই। তৈরি জমি চাই। মাঝে মাঝে চাপান সার চাই। তবে ফসল ভালো হবে আশা করা যায়। তেমনই, একটি সুস্থ সবল সন্তান পেতে হলে শিশুবয়স থেকেই পেট পুরে খেতে হবে। যাই হোক না কেন, পেট পুরে খেলে যা দরকার, শরীর তৈরি করে নেয়। 'হাই প্রোটিন হরলিক্স কমপ্ল্যান' লাগবে না। আসল কথা হল : দিদিমা ছোটো বয়সে পেট পুরে খেয়েছে কিনা, মা ছোটো বয়সে পেট পুরে খেয়েছে কিনা, মেয়েও ছোটো বয়স থেকে পেট পুরে খেয়েছে কিনা — তার ওপরই নির্ভর করছে সুস্থ সবল শিশুর জন্ম। অর্থাৎ, সুস্থ সবল, কর্মক্ষম জাতি তৈরি করতে তিন প্রজন্মের পেট পুরে খাওয়া লাগবে।

পুষ্টির জন্য কী খাবে?

গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, বসন্তের সব সবজি খেতে পারবে। কাটার আগে ধোবে। জল ঝেড়ে শুকিয়ে নিতে হবে। বঁটি মুছে নিয়ে কাটবে। কাটার পর আর ধোবে না। অল্প তেল, সামান্য জল দিয়ে শাক তৈরি হয়ে যাবে। কাঁচা শাক খাবে না। সব সবজি খোসা সমেত খাওয়া যায় না। তবে খোসা জমিয়ে চচ্চড়ি করা যায়। আর আলু খোসা শুদ্ধু খাওয়া ভালো। খোসার তলায় ভিটামিন থাকে। পুঁইশাক উপকারী কিন্তু হজম করা তুলনায় শক্ত। পাটশাক ভাজার থেকে সেদ্ধ খাওয়া, অথবা আঁটি বেঁধে ডালে ঝোলে দিয়ে খাওয়া যায়। গ্রামেগঞ্জে মাছ গুগলি গেঁড়ি শামুক সময়মতো খাওয়া যাবে। হাঁস–মুরগির ডিম খাওয়া যায়। প্রোটিনের জন্য ডাল (পাঁচমেশালি ডাল হলে খুব ভালো হয়)। কিন্তু প্রতিদিন ডাল খাওয়া যায় না।

মাশরুমে ভালো প্রোটিন আছে। শেখালে এবং একটু মদত দিলে পলিথিন ব্যাগে নিজের ঘরে নিজের খাওয়ার মতো মাশরুম তৈরি করে নেওয়া যায়।

শেষ কথা : আমরা সচেতনতার জন্য ক্যাম্প করি। আমার মনে হয়, শুদ্ধ পানীয় জল এবং ছোটো শিশু থেকে সন্তানসম্ভবা মহিলাদের জন্য পুষ্টির ক্যাম্প করা উচিত।

শিক্ষার হালহকিকত

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ২৯ জুন •

উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ৯০ শতাংশ নম্বরও আজ এই রাজ্যের পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। টাকার দামের সাথে সাথে নম্বরের দাম কেমন হারে কমেছে ভাবুন। অথচ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন ৭ পয়সায় কোয়ার্টার পাউন্ড রুটি বা ১০০ গ্রাম মুড়ি পাওয়া যেত, তখন উচ্চমাধ্যমিকে ছেলে ষাট শতাংশ নম্বর বা ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই বাবা–মায়েরা আহ্লাদে আটখানা হতেন। তখন সায়েন্স ও কমার্স বিভাগের পাশাপাশি হিউম্যানিটিস বলে আলাদা একটা বিভাগ ছিল যেটা আজ আর্টস নামক একটা নাক–সিঁটকানো শব্দে খুব অবহেলাভরে উচ্চারিত হয়। এবং তা হওয়ার একটা কারণ তৈরিও হয়ে গেছে। এই তৈরি হওয়ার পেছনে সমাজ তথা রাষ্ট্রের ভূমিকা কেমন ও কতটা সে আলোচনায় না গেলেও ওই ভূমিকা যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। একটা উদাহরণ দিই। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে সায়েন্স, আর্টস ও কমার্স বিভাগের প্রতিটিতে প্রথম দশজন স্থানাধিকারীর নাম আলাদা আলাদা করে ছাপিয়ে দেওয়া হত।

এরকম স্থান–নির্ণয় ও ভালো ছেলেদের নাম ছাপানো ঠিক কিনা তা আলাদা বিতর্ক। কিন্তু আমরা দেখলাম, কী করে এবং কখন যেন ওই প্রথা উঠে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সব বিভাগ মিলিয়ে প্রথম কুড়িজনের নাম ঘোষণা করা চালু হয়ে গেল। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথম কুড়িজনের মধ্যে সায়েন্স ছাড়া অন্য দুই বিভাগের কৃতি ছাত্র–ছাত্রীর নাম আসা মুশকিল হয়ে গেল — কারণ কমার্স ও আর্টস বিভাগে সায়েন্সের তুলনায় সাধারণত নাম্বার কমই ওঠে। অতএব, 'সায়েন্স না পড়লে হবে না ভালো ছেলে' — এর প্রতিষ্ঠা অনেকটা আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। আজ তা এতদূর যে আর্টস গ্রুপের দামি সাবজেক্ট ইকনমিক্স বা অর্থনীতি নিয়ে যাদবপুরের মতো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তারা প্রায় সবাই সায়েন্স বা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আসা ছাত্রছাত্রী। খুব কমই আছে যারা ইকো–স্ট্যাট–ম্যাথসের মতো নম্বর উদ্রেককারী আর্টস বিভাগ থেকে ঢুকেছে। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন (একটু কমা) কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকরা চিন্তিত হয়ে পড়ছেন যে তাঁদের বিভাগে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে। অর্থনীতির মতো বেশ দামি বিষয়েই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাংলা, দর্শন, ইতিহাসের মতো অন্যান্য বিষয়গুলোর (অবশ্যই ইংরাজি বাদ দিয়ে, কারণ এই বিদেশি ভাষার দাম আমাদের অভিশপ্ত দেশে সর্বত্র ও সর্বসময় বেশি) কী অবস্থা বোঝাই যাচ্ছে।

এই যে দামি বিষয় বলছি, তা অবশ্যই টাকার দামে এবং নম্বরেরও দামে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, যারা বেশি নম্বর পায়, তারা বেশি চাকরি পায়। যারা খুব বেশি নম্বর পায় তারা খুব বড়ো চাকরি পায় এবং খুব তাড়াতাড়ি পায়। চাকরি বড়ো হওয়ার সঙ্গে টাকা বেশি হওয়ার সম্পর্ক বলে দিতে হয় না। অতএব বিষয় শিক্ষার মূল চাহিদা হল ওই বিষয়ে বেশি নম্বর পাওয়া। পরীক্ষার নম্বর বিষয় শিক্ষার মাপকাঠি কিনা এরকম কঠিন প্রশ্নে যাচ্ছি না। কিন্তু বড়ো টাকার জন্য বড়ো চাকরি, বড়ো চাকরির জন্য বড়ো নম্বর, বড়ো নম্বরের জন্য বিজ্ঞান পড়া একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রণালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা পঞ্চাশ বছর আগে ছিল না। তখন অবশ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স নামক যন্ত্রণাদায়ক পরীক্ষা ও ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্য অভিভাবকদের পাগলামিরও এতটা রমরমা হয়নি। যদিও বাংলা অনার্স পড়লে বড়োজোর বাস কন্ডাকটরি পেতে পারিস তার চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়েই ভর্তি হ — এরকম একটা কথা প্রায় সত্তরের দশক থেকেই চালু হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য বাবা–মা–মামা–কাকা–জামাইবাবু সহ গুষ্টিশুদ্ধ সবাইকে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের আলাদা কোচিং–ক্লাসের থেকে শুরু করে পরীক্ষাকেন্দ্র বা কাউন্সেলিং হলে দৌড়োদৌড়ি করতে তখনই দেখা যায়নি। সে হতে তো আরও সময় লাগবে। তার আগে প্রতিবেশী ভদ্রলোক তাঁর বড়ো মেয়েকে প্রথম থেকেই ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি ও সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজিতে সাউথ পয়েন্টে ভর্তি করে দিয়ে এসে বলবেন, 'বাংলা শিখিয়ে কী হবে, কোথাও কাজ পাবে?' আমার ছাত্র মাধ্যমিকে সায়েন্স বিভাগে ৭৫ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পরও আমি যখন বলব, সে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান পড়ার মতো উপযুক্ত নয়, তখন ছাত্রের বাবা জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে এসে আমাকে জানাবেন যে জ্যোতিষী গণনা করে জানিয়েছেন, ছেলে বিজ্ঞান পড়লে ভালোই করবে। এবং তা সত্ত্বেও আমি পড়াতে রাজি না হলে উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স পড়িয়ে, প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিন লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি করে ছাত্রের বাবা গর্বের সঙ্গে সেই খবর আমাকে ফোনে পরিবেশন করবেন, আর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে আশানুরূপ ফল করতে না পেরে কোনো কিশোর বা কিশোরী আত্মঘাতী হলে তার নাম আমরা চটপট ভুলে যাব।

জাইতাপুরে পরমাণু প্রকল্পের জমিতে সম্মিলিতভাবে চাষের সিদ্ধান্ত গ্রামবাসীদের

শমীক সরকার, কলকাতা, ১৪ জুন •

জাইতাপুর পরমাণু কেন্দ্রের জন্য জমি হারানো চাষিরা প্রকল্পের জমিতে সম্মিলিতভাবে চাষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই লক্ষ্যে ১৩ জুন শ–খানেক চাষি পরিবার 'মাদবন মিঠাগাভান সংঘর্ষ সমিতি'র নেতৃত্বে জাইতাপুর প্রকল্পের জমির কাছে পৌঁছে স্লোগান দিতে থাকে। তাদের সামলাতে জড়ো করা হয়েছিল হাজার খানেক পুলিশ। তারা ২২ জন প্রতিবাদকারীকে আটক করে ও পরে ছেড়ে দেয়। পাশের সাখরি নাতে গ্রামে প্রায় দেড় হাজার চাষি ও মৎস্যজীবী জড়ো হয়ে মাদবন ও মিঠাগাভান গ্রামের চাষিদের এই প্রতিবাদকে সংহতি জানায়।

আন্দোলনের কর্মী বৈশালী পাতিল বলেছেন, চাষিরা পরিকল্পনা করেছে, হাল বলদ নিয়ে গিয়ে তারা প্রকল্পের জমি চষে দেবে। জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে পরমাণু প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে তারা এটা করবে। আন্দোলনকারীদের পরিকল্পনা ছিল, আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রাম থেকে এসে চাষিরা এই আন্দোলনে যোগ দেবে, কিন্তু তা সফল হয়নি। সরকার থেকে মোতায়েন করা ব্যাপক পুলিশ বাহিনী ও ১৪৪ ধারা ভেঙে প্রকল্পের এলাকায় যাওয়া যায়নি।

২০১১ সালের এপ্রিল মাসে জাইতাপুরের প্রতিবাদী চাষিদের ওপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ, তাতে একজন মারা যায়।

হরিয়ানার ফতেহাবাদে পরমাণু চুল্লির জন্য জমি জরিপে বাধা দিল চাষিরা

শমীক সরকার, ২৯ জুন, তথ্যসূত্র ডায়ানিউক ডট অর্গ •

২৮ জুন হরিয়ানার ফতেহাবাদ জেলার গোরখপুর গ্রামে প্রস্তাবিত পরমাণু চুল্লির জন্য জমি পরিদর্শনে এসে চাষিদের বাধায় ফিরে গেল পরমাণু কর্তা এবং জনা দশেক ঠিকাদার। মোট ১৩১৩ একর জমি এই পরমাণু কেন্দ্রের জন্য অধিগৃহীত হওয়ার কথা। পরিদর্শক দল কাজ শুরু করার সময়ই শয়ে শয়ে চাষি এবং তাদের পরিবারের মহিলারা এসে জমি পরিদর্শনে বাধা দেয়। এই বাধা দেওয়ার সময় তারা দুর্ব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগ।

পরে ওই পরমাণু কর্তারা পঞ্চাশ জন চাষির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রকল্পটি ভারতের পরমাণু কর্পোরেশনের মৌখিক ছাড়পত্র পায়। এই প্রকল্পে প্রতিটি ৭০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি 'দেশি' পরমাণু চুল্লি বসার কথা। ২০১০ সালের ২৯ জুলাই জমি অধিগ্রহণের নোটিশ (এল এ ৪) জারি হয়। গোরখপুর গ্রাম থেকে ১৩১৩ একর, বাদোপাল গ্রাম থেকে ১৮৫ একর, এবং কাজল হেরি গ্রাম থেকে ৩–৫ একর জমি অধিগৃহীত হবার কথা। এর বাইরে ১.৬ কিমি ব্যাসার্ধের জমি পরিত্যাজ্য এলাকা বা এক্সক্লুসন জোন হিসেবে চিহ্নিত। অধিগৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে স্থানীয় মানুষের কোনো অধিকার থাকবে না। এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর এই চুল্লির কুপ্রভাব পড়বে।

প্রাথমিকভাবে এই চুল্লি সম্পর্কে স্থানীয় চাষিদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে পরমাণু চুল্লির কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে চাষিরা পরমাণু চুল্লির বিরোধিতা শুরু করে। ১৭ আগস্ট থেকে ফতেহাবাদ শহরে কিষান সংঘর্ষ সমিতি এই পরমাণু চুল্লির বিরোধিতা করে অবস্থান শুরু করে। আশেপাশের গ্রামের চাষিরা, যাদের জমি অধিগৃহীত হয়নি, তারাও পরমাণু চুল্লি বিরোধিতায় যোগ দেয়। হরিয়ানার সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলও প্রকল্পের বিরোধীতা শুরু করে। হরিয়ানা সরকার জমির ক্ষতিপূরণের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও চাষিরা জমি দিতে রাজি হয়নি।

দিল্লি শহর থেকে মাত্র ১৫০ কিমি সরলরৈখিক দূরত্বে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের বিরোধিতায় দিল্লিতেও একটি মিছিল হয়েছিল গত বছর।

মাথার ওপর মিছিমিছি ঘুরছে পাখা

শমিত আচার্য, শান্তিপুর, ২৮ জুন •

রানাঘাট–শিয়ালদা মেন লাইনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হল কল্যাণী। নদিয়া জেলার সাবডিভিশনাল শহর হিসেবে কল্যাণী গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। জেলার দু–দুটো বড়ো হাসপাতাল গান্ধী ও নেহেরু কল্যাণী শহরে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় কল্যাণীকে পরিকল্পিত শহর হিসেবে হড়ে তোলেন। সেকারণে প্রশাসনিক কর্তাদের কল্যাণী শহরের ওপর একটা বিশেষ মনোযোগ রয়েছেই। সম্প্রতি আবার পূর্ব রেলওয়ে দপ্তর কলুয়ানী স্টেশনকে 'মডেল স্টেশন'–এর মর্যাদা দেওয়াতে কল্যাণী স্টেশনের জনপরিষেবা (!) অত্যধিক বেড়ে গেছে। সেটাই চোখে পড়ল দিন কয়েক আগে কল্যাণী স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ থাকার সুযোগে। স্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে ৩৭টি সিলিং ফ্যান লাগানো হয়েছে। ফ্যানগুলি চব্বিশ ঘন্টা নাগাড়ে ঘুরে চলেছে। যদিও ফ্যানের হাওয়া খুব একটা যাত্রীদের গায়ে এসে পৌঁছচ্ছে না। তবুও তো চলছে! এমনিতেই কল্যাণী স্টেশনটি মেন লাইনের সমস্ত স্টেশনের মধ্যে সবচেয়ে খোলামেলা, প্রশস্ত পরিসর বিশিষ্ট স্টেশন। সেকারণে অহেতুক এতগুলো ফ্যান লাগানোর যৌক্তিকতা খোঁজার একটা অবকাশ থেকেই যায়। প্রাত্যহিক কাজে দৈনিক শিয়ালদা স্টেশনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওই স্টেশনে এক থেকে চার নং প্ল্যাটফর্মগুলিতে এই অত্যন্ত দাবদাহের সময়ে মাত্র দু–টি ফ্যান ঘুরতে দেখা গেছে। যদিও তার হাওয়া যাত্রীদের গায়ে এসে পৌঁছায় না। শোনা যাচ্ছে কল্যাণীর সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলিতে অনুরূপ সিলিং ফ্যান লাগানো হবে! বছরখানেক আগে জাপানে পরমাণু বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর জাপান সরকার শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার পরও জাপানে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হচ্ছে বর্তমানে। অনুমান করা যায়, নাগরিক সচেতনতা বিদ্যুৎ উদ্বৃত্তের অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে কি নাগরিক অসচেতনতার জন্যই পরমাণু বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এত চিৎকার?

প্র থ ম পা তা র প র

নীরব ও সরব জরুরি অবস্থা

মনমোহন সিং সরকার, স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বিতর্কিত সরকার, নোংরা খেলায় মেতেছে আমাদের লড়াই ও আন্দোলনকে দমন করার জন্য। ওরা আমাদের বিদেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছে, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলানোর অভিযোগ এনেছে, বিরোধী দলগুলির সঙ্গে চলার অভিযোগ এনেছে, ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে। ওরা আমার স্কুলটাকে ভেঙেছে, বাচ্চাদের লাইব্রেরিটাকে ধ্বংস করেছে, বাচ্চাদের জলের ট্যাপগুলো নষ্ট করেছে, পরিবারের লোকজনকে হেনস্থা করেছে, সমস্ত ধরনের অমানবিক, বিভাজনকামী, অপরাধমূলক ব্যবহার করেছে। ভারত সরকার এবং ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি জনসমক্ষে কোনো ধরনের তথ্য দিতে অস্বীকার করছে, এবং তাদের নিজেদের স্বার্থে অসত্য, অর্ধসত্য, বিকৃত মন্তব্য করে চলেছে।

কুদানকুলাম পরমাণু চুল্লি বিরোধী আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টার পর ভারত সরকার এখন বাঙ্গালোরের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ থেকে ডাক্তার এনে আমাদের মগজ ধোলাই করার বন্দোবস্ত করছে। সরকার দিনে দিনে অসুস্থ এবং নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করছে। এই নীরব জরুরি অবস্থার পাশাপাশি একটা বলে–কয়ে জরুরি অবস্থাও চলছে দেশে — আমরা এমন একটা সরকার নিয়ে চলছি, যারা বিদেশি সরকারের জন্য কাজ করে, বিদেশি কোম্পানির জন্য, বিদেশি স্বার্থে কাজ করে। তারা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারে না, 'সাধারণ ভারতবাসী' নীতি বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারে, সেগুলো নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, অধিকারের পক্ষে দাঁড়াতে পারে। আমরা একটা জরুরি অবস্থাতেই রয়েছি।

পরিবেশ কর্মী তপন দত্ত হত্যা

হাইকোর্টে করা আবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, সিআইডি অভিযুক্তদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। ২৯ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র দু–জনকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বয়ান দিতে দেওয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে, ২০ মে ২০১১ অভিযুক্ত অরূপ রায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরেই সিআইডি তদন্তে গাফিলতি করতে শুরু করেছে। আগস্ট মাসের চার্জশিটে যদিও বা অভিযুক্তদের নাম ছিল, ২০ সেপ্টেম্বর পেশ করা সিআইডি–র 'সাপ্লিমেন্টারি' চার্জশিটে সেইসব নামও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই মামলা প্রসঙ্গে পরিবেশকর্মী কুণাল গুহ রায় বলেন, তদন্তের গাফিলতির দায় স্বরাষ্ট্র দফতর এড়িয়ে যেতে পারে না। অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়াটাও একটা বড়ো অপরাধ। ১৯৯৭ সালের পর আর কোনো পরিবেশকর্মীর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আবেদন করা যায়নি বা হয়নি। পরিবেশকর্মীদের এতটাই আতঙ্কের মধ্যে কাজ করতে হয়।

বেসরকারিভাবে পরিচালিত স্কুলছুটদের স্কুলগুলি বন্ধ করেছে সরকার, বেকার কয়েকশো শিক্ষাকর্মী

শ্রীমান চক্রবর্তী, কলকাতা, ২৯ জুন। প্রতিবেদকের ছবিতে কলেজ স্ট্রীটের সভায় বক্তব্য রাখছেন সমাজকর্মী নব দত্ত •

কলকাতা পুরসভা এলাকার পথ শিশু ও স্কুলছুট ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে চলা শিক্ষালয়গুলি ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ এবং ১৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখের তিনটি সার্কুলারের মাধ্যমে 'সর্ব্বশিক্ষা মিশন' কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে ৩ মার্চ ২০১২ তারিখ থেকে। এর ফলে বেকার হয়ে পড়েছে কয়েকশো শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী।

২০০১ সাল থেকে প্রায় বারো বছর ধরে কলকাতা পুর এলাকায় একেবারে অবহেলিত উপেক্ষিত ফুটপাতবাসী ও ঝুপড়িবাসীদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিক্ষালয় প্রকল্প শুরু হয় বিভিন্ন এনজিও–দের মাধ্যমে। একেবারে হাতে খড়ি থেকে ক্লাস ফাইভে বড়ো স্কুলে ভর্তির আগে পর্যন্ত এই স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হতে থাকে। এই স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের ব্যবস্থাও থাকে। ফলে এর সাথে যুক্ত ছিল অনেক অশিক্ষক কর্মীও। এই স্কুলগুলিতে যে সমস্ত শিক্ষক–শিক্ষিকা শিক্ষাদানে যুক্ত হয় তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচেই নিয়মিত ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের চেয়ারম্যান কার্তিক মান্না এবং রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের আধিকারিক ছোটেন লামাকে এসম্পর্কে বিশদ জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি।

১৮ জুন কলেজ স্কোয়ারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ছ–দফা দাবি নিয়ে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয় ওই স্কুলগুলির সাথে যুক্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীগণ। দাবিগুলি হল :

১। সরকারি স্কুলগুলিতে স্থায়ী চাকুরি
২। পথশিশুদের জন্ম সার্টিফিকেট প্রদান
৩। মিড ডে মিলের কর্মীদের গ্রপ ডি পদে চাকুরি
৪। এনজিওতে কর্মরত কর্মীদের আইনি সুরক্ষা
৫। স্কুলছুট শিশুদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে আমাদের মতামত নেওয়া
৬। কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত ১৪১টি ওয়ার্ডে কমপক্ষে একটি করে আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন।

সমাবেশে উপস্থিত বেশ কয়েকজন শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা হল। অসীমা সরকার এবং মানিক সরকার গঙ্গার ধারে বাবুঘাটের ঝুপড়িবাসীদের স্কুলে না যাওয়া বাচ্চাদেরকে ডেকে ডেকে নিয়ে স্কুল শুরু করেছিলেন। একাজে তাঁদের সাহায্য করতেন 'হকার সংগ্রাম কমিটি'র সদস্যরা। এখন তাঁদের স্কুলগুলি থেকে বাচ্চাদের কর্পোরেশন স্কুলগুলিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জোর করে। ওখানে ছেলেমেয়েদের প্রতি গরজ নেই, আন্তরিকতা নেই, তাই অনেকেই স্কুলে যাচ্ছে না। এরকমই কথা শোনালেন বেকবাগানের জুলেভা পারভিন। তিনি বেকবাগান সিটিজেন ক্লাবের ঘরে স্কুল চালাতেন, প্রায় ৪৫ জন ছাত্র–ছাত্রী ছিল এই স্কুলে। সেটা বন্ধ করে দেওয়ার পর অনেকেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। চিড়িয়ামোড় থেকে গঙ্গার দিকে যেতে কাশীপুরে এরকমই স্কুলে পড়াতেন রহমৎ আলী। তাঁদের স্কুলটিতে অনেক ছাত্র–ছাত্রী এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের নেওয়া হচ্ছে না।

সিনি, আশা, বিকাশ ভারতী, গণউন্নয়ন পরিষদ প্রভৃতি বিভিন্ন নামী এনজিওগুলি এই প্রোজেক্টের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এদের তত্ত্বাবধানেই এই স্কুলগুলির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা নিযুক্ত হত। এরা কর্মীদের সাথে কোনোসময়ই সঠিক বেতন দেননি। এখন এই এনজিওগুলি তাদেরকে কোনো প্রকার সহযোগিতা করছে না। কারণ আরেকটা নতুন প্রোজেক্ট সরকারের কাছ থেকে পাবার আশায় এ বিষয়ে তারা মুখ খুলতে নারাজ।

ওদিকে স্কুলগুলি পুনরায় চালু করার কথাও শিক্ষাকর্মীরা বলতে পারছে না। কারণ, তা নাকি সরকারের নতুন চালু করা শিক্ষার অধিকার আইনের পরিপন্থী!

বাজ বিষয়ে আলাপ

রঘু জানা, ফুলবাগান, ৩০ জুন •

২৪ জুন রবিবার বিকেলবেলা কলকাতার ফুলবাগানে কিছু ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মিলে আলোচনা করল, বাজ কেন পড়ে এবং তা থেকে বাঁচার উপায় কী, তা নিয়ে। আয়োজক 'এবং ছাত্রছাত্রী'। আলোচনা সভা যার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল, সেই প্রয়াত সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী অপূর্ব মুখার্জি তৈরি করেছিলেন এই 'এবং ছাত্রছাত্রী' সংগঠনটি। এখন প্রতি রবিবার বিকেলে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে ঘরোয়া সভা আয়োজন করে তারা।

ছত্তিশগড়ে 'মাওবাদী' বলে আদিবাসী বালক–বালিকাদের হত্যা করল রাষ্ট্রীয় বাহিনী

কুশল বসু, কলকাতা, ৩০ জুন। ছবি 'দি হিন্দু' পত্রিকা থেকে নেওয়া •

আজ ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার কোট্টেগুডা পঞ্চায়েতের সারকেগুডা, কোট্টেগুডা ও রাজাপেট্টা গ্রামে গুলি চালিয়ে ১৯ জন কমবয়সি ছেলেমেয়েকে মেরে ফেলেছে সিআরপি জওয়ানরা। এদের অনেকেরই বয়স ২০ বছরের নিচে, এমনকী ১২–১৩ বছরের ছেলেমেয়েরাও মৃতদের তালিকায় রয়েছে।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ওখানে তখন আসন্ন বর্ষায় ফসল বোনার আগে উৎসবের প্রস্তুতি মিটিং চলছিল। জওয়ানরা মাওবাদী মিটিং হচ্ছে বলে মনে করে সেখানে গুলি চালায়। পুলিশের বক্তব্য, তাদের ওপর আগে গুলি চালানো হয়েছিল, তাতে বেশ কয়েকজন জওয়ান আহত হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা জানায়, ওই গ্রামে কোনো মাওবাদী ছিল না। আধাসামরিক বাহিনী বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে। শুধু গুলি চালানোই নয়, তাড়া করে গ্রামের বাচ্চা মেয়েদের জামা– কাপড় ছিঁড়ে ফেলে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

ছত্তিশগড়ের বিরোধী দল কংগ্রেস গোটা ঘটনার তদন্তে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বামপন্থী দলগুলি এটাকে সাধারণ আদিবাসী হত্যা বলে নিন্দা করেছে। সিআরপিএফ গোটা ঘটনার তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে। ছত্তিশগড়ের মাওবাদী পার্টি ঘটনাটিকে আদিবাসী গণহত্যা বলে বর্ণনা করে ৫ জুলাই বন্ধের ডাক দিয়েছে।

প্র থ ম পা তা র প র

নোনাডাঙার বস্তিবাসীরা ফের জেলে

কিন্তু মন্ত্রী এরপর দেখা করার দিনক্ষণ নিয়ে টালবাহানা শুরু করেন। পুলিশ মারফত আবার জানানো হয়, ২৬ জুন নয়, ৩ জুলাই দেখা করবেন মন্ত্রী। তারপর আবার ৩ তারিখও দেখা হবে কি না তা নিয়ে সংশয় ছড়ায়, পুলিশ জানায়, মন্ত্রী পরে বলবেন, কবে দেখা করবেন। বাধ্য হয়ে ধরনা চালিয়ে যেতে থাকে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। ধরনা যখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাতের দিকে গড়াচ্ছে, তখন পুলিশ আচমকা ধরনার ওপর লাঠি চালাতে শুরু করে। বেশ কয়েকজন বস্তিবাসী মারাত্মক জখম হয়। শুধু লাঠি চালিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি, এরপর এলোপাথারি গ্রেপ্তার শুরু হয়। সবমিলিয়ে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার মধ্যে বস্তিবাসী এবং উচ্ছেদ বিরোধী কর্মী — সবাই আছে।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছিল, সবাইকে জামিনযোগ্য ধারা দেওয়া হবে। কিন্তু পরদিন কোর্টে সরকারি উকিল অস্ত্র মজুতের কেস দেয় এবং পুলিশি হেফাজত দাবি করে। আলিপুর কোর্টে বিচারক সরকারি উকিলের দাবি মেনে নিয়ে ধৃতদের সবাইকে পুলিশি হেফাজত দেয় পাঁচদিনের। পাঁচদিন পরে ফের আরও পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজত দেয় আদালত এবং তারপর আবার জেল হেফাজত দেওয়া হয় ৬ জুলাই পর্যন্ত। এর আগে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন থেকে ধৃত দেবলীনা চক্রবর্তীকে ১৩ জুলাই অবধি জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছে, অভিজ্ঞান সরকার এখনও জেল হেফাজতেই রয়েছেন।

অস্ত্র মজুত ছাড়াও যে সমস্ত ধারা ২০ জুন গ্রেপ্তার করা বস্তিবাসী এবং উচ্ছেদ বিরোধী কর্মীদের ওপর চাপানো হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২৮৩ (পথ অবরোধ), ১৪৩ (বেআইনি জমায়েত), ১৪৯ (বেআইনি জমায়েত), ৩৫৩ (সরকারি কর্মীর কাজে বাধা প্রদান)।

এই পুলিশি অত্যাচার এবং অবিচারকে নিন্দা করেছে বিশিষ্ট জনেরা। মহাশ্বেতা দেবী সহ প্রায় ৫০ জন বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আইনকানুন লঙ্ঘনের নির্লজ্জ ঘটনাকে নিন্দা করছি। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, অবিলম্বে নিপীড়নের পথ ছেড়ে দিয়ে উচ্ছেদবিরোধী কর্মীদের সঙ্গে বসে শান্তিপূর্ণ এবং সম্মানজনক সমাধান খুঁজে বার করুন।'

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

সতীপীঠ অট্টহাস

দীপংকর সরকার, হালতু, ৩০ জুন •

পশ্চিমবঙ্গে যে কটি সতীপীঠ আছে তার মধ্যে একটি অট্টহাস। কলকাতা থেকে ১৭০ কিমি দূরত্বে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত নিরোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। হাওড়া–কাটোয়া অথবা শিয়ালদহ–শিবলুন হল্ট, জঙ্গীপুর প্যাসেঞ্জারে সকাল ৫–৩৫ মিনিটে ছেড়ে ১০–১৫মিনিটে পৌছানো যাবে। সেখান থেকে বাঁদিকে সাইকেল ভ্যানে (বাঁশের ছাউনিযুক্ত) চেপে ভীরকুল মোড়। ভাড়া ১৫ টাকা। সেখান থেকে বাসে নিরোল মোড়, ভাড়া ৫ টাকা। ২৫ মিনিট লাগে অট্টহাস পৌছতে।

অট্টহাস তেমন প্রচার পায়নি মূলত দুর্গম অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। এটি একটি গহন অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত। চারিদিকে ঘন বনাঞ্চল। গা ছমছম করা পরিবেশ। একেবারে নিরিবিলি ঘন গাছপালা বিশাল দিঘি সন্নিহিত পরিবেশ। চারিদিকে শুকনো ঝরা পাতা আছে। সেই পাতা আদিবাসী নিরন্ন মহিলারা কুড়িয়ে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যাচ্ছে পেটের টানে। এক মহিলা কুড়াতে কুড়াতে বললেন, বাবু কলকাতা থেকে এসেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ কলকাতা থেকে এসেছি এই মন্দির দেখতে। মহিলা বললেন, দোলের দিন আসবে। তখন বিশাল মেলা বসে। মন্দিরের পাশে কয়েকটা পিকনিক স্পট আছে। এই মন্দিরে সতীর ঠোঁটের অংশ পড়েছিল বলে কতত আছে।

সাইকেল ভ্যান থেকে নেমে উঁচু–নিচু জঙ্গল পরিবেষ্টিত একটা লম্বা সরু রাস্তা ধরে মন্দিরে ঢুকলাম। একজন দাড়িওয়ালা পুরোহিত আমার নাম, কোথা থেকে এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর মন্দিরের পিছনে জঙ্গলে ঢুকে অনেকটা পথ হেঁটে দেখলাম। চারিদিকে পাখির অদ্ভুত কিচিরমিচির ডাক। পাশে একটা গভীর জলাশয়। মাটি কাটার কাজ চলছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না কারণ অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা। সাইকেল ভ্যানই ভরসা। বেরিয়ে এসে দেখলাম একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। চালককে ডেকে উঠে বসলাম। ২০–২৫ মিনিটে নিরোল মোড় পৌছলাম। একটা কাটোয়াগামী বাস অল্পের জন্য মিস্ করলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পাচুন্দীগামী বাসে উঠলাম। খুব কষ্টকর যাত্রা। মধ্যে মধ্যে বাস লাফাচ্ছিল রাস্তা খারাপের জন্য। দুই বছরের একটি শিশুর হাত ধরলাম ব্যালেন্স রাখার জন্য। পাচুন্দী থেকে কাটোয়ার বাসে উঠলাম। কাটোয়া স্টেশনের কাছে নেমে দৌড়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে ওপারে টিকিট কেটে ২নং প্ল্যাটফর্মে এসে ২–১০মিঃ কাটোয়া–হাওড়া লোকালে উঠে বসলাম। এই ট্রেনটা না পেলে আবার দেড় ঘন্টা পরে ট্রেন। হাওড়ায় পৌছলাম ৬–৩০ মিঃ। সেখান থেকে বাড়িতে ৭–৩০ মিঃ।

গ্রামের মধ্যে যাওয়ার আগে দুদিকেই ধান খেত। উঁচু–নীচু রাস্তা। প্রকৃতি এখানে উন্মুক্ত বাঁধন হারা। পৌরাণিক গাঁথার সঙ্গে ইতিহাসের সহাবস্থান চাক্ষুষ করা গেল এই অট্টহাসে এসে। বেঁচে থাকার আনন্দ আর জীবনীশক্তি অর্জনের সন্ধানে বেড়াতে হবে বাংলার আনাচে কানাচে, যেখানে ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে।

র ট্র্যাভেলিং

ভুবনের দুনিয়ায় ঘুরতে গেলে

রামজীবন ভৌমিক, ১৫ জুন •

গত সংখ্যার সংবাদমন্থনে সিকিমে বেড়ানোর কথা ছিল, ভুবনের কথাও ছিল। সিকিমের মনাস্টারি তথা উপকথা কেন্দ্রিক স্থান বা হ্রদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘোরার আইডিয়া আছে ভুবনের। কেচিপারি হ্রদ, ইউকসাম হ্রদ প্রভৃতির উপকথাগুলিও বেশ মজার। ইউকসাম হ্রদ শীতকালে মরচে–লাল রঙের হয়ে যায়, শরৎকালে হালকা সবুজ, হেমন্তকালে হলদে নীল, আর গরমে হয়ে যায় সাদাটে।

কেচিপারি হ্রদ 'পা'–এর আকারের। সিকিমিজ–রা একে বলে 'ঈশ্বরের জন্মস্থান'। এখানে একটা ফুল ছুঁড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে খুঁজতে গেলে আর পাওয়া যায় না।

গুরুদোম্বার হ্রদ ছাঙ্গু হ্রদের থেকেও বড়ো, চারপাশটা হেঁটে আসতে তিনঘন্টা লাগবে। এখানে প্রচুর হাওয়া, সকাল এগারোটার পর থাকা যায় না। গুরুদোংমার হ্রদ কখনও বরফ হয়ে যায় না।

উত্তর লাচেন–এ ছাঙ্গুতে থেকে সেখান থেকে সবুজ হ্রদে যাওয়া যায়। এখানে ছোটো দূরত্বের ট্রেকিং করতে হয়।

সিকিমে ভুবনের সাথে 'র ট্র্যাভেলিং'–এ যাওয়ার জন্য যোগাযোগ, ভুবন প্রধান (মো. ৭৬৭৯৫৩৩০৫২), ইমেল Prodhan.bhuban@yahoo.com. *তথ্যগুলি ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়।*

কাঙাল হরিনাথ লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে পত্রিকা চুরি

২৮ জুন, সুনীল হাওলাদার, বারাসাত •

বারাসাত বনমালীপুরের কাছারি ময়দানের কাছে কাঙাল হরিনাথ লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বারাসাত কাছারি ময়দান সংলগ্ন পৌর উদ্যানের পাশে টিনের ছাউনি আর দরমার বেড়া দিয়ে তৈরি বর্তমান লাইব্রেরি ঘরটি ২০০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চালু হয়। বর্তমানে জীর্ণ অবস্থায় থাকা এই লাইব্রেরিতে রয়েছে অজস্র মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পত্র–পত্রিকার সম্ভার। ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অনুরাগী পাঠকদের জন্য এটি খোলা থাকে প্রতি বৃহস্পতি ও রবিবার। লাইব্রেরির পত্র–পত্রিকা সাধারণত বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। এখানে পত্র–পত্রিকা পাঠ করা, নোট করা ও প্রয়োজনে জেরক্স করে নিতে পারে সকল পাঠক ও গবেষক। শিশুদের জন্য রয়েছে একটি আলাদা বিভাগ। শিশুবিভাগের বইপত্রের সংখ্যাও অনেক। সাময়িক পত্রিকার পাঠক কম হলেও তুলনায় শিশুদের বিভাগে পাঠকের সংখ্যা ভালো।

সম্প্রতি পরপর দুই সপ্তাহের দুটি দিন এই লাইব্রেরি থেকে প্রচুর মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পত্র–পত্রিকা চুরি হয়ে গেল। গত ৩ জুন রবিবার সকালে গ্রন্থাগারিক তথা অন্যতম পরিচালক সুবীর সাহা লাইব্রেরির তালা খুলে জীর্ণ দরমার বেড়া ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। তিনি দেখেন, বেশ কিছু পত্রিকার সেট উধাও হয়ে গেছে। সেদিন স্থানীয় থানায় চুরির খবর জানানো হলেও পুলিশ প্রশাসনের কেউ খোঁজখবর নিতে লাইব্রেরিতে আসেনি। পরের সপ্তাহে রবিবার ১০ জুন লাইব্রেরি খোলার পরে দেখা যায়, আবারও বেশ কিছু পত্রিকার সেট উধাও হয়েছে। দ্বিতীয়বার আবার স্থানীয় থানায় জানানো হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আপনারা এই চুরির ব্যাপারে খোঁজখবর করুন, আমরাও খোঁজখবর করছি'। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই তদন্ত সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জানা যায়নি।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রচুর পরিশ্রমে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পত্র–পত্রিকা উধাও হয়ে যাওয়ায় সকলেই মর্মাহত। রাতের বেলায় পিছনের দিকের জীর্ণ দরমার বেড়া ভেঙে চুরি হয়েছে, এমনই সকলের অনুমান। লাইব্রেরি ঘরটির নিচের দিকের কিছু অংশ টিন দিয়ে ঘেরার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় পুরপিতা এবং অন্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা অনেকেই মনে করছেন, নিরাপত্তার জন্য লাইব্রেরি ঘরটা পাকা দালান করে নেওয়া দরকার। আপাতত পরিচালক সুবীর সাহা রাতে মশারি খাটিয়ে লাইব্রেরিতে রাতপাহারা দিচ্ছেন।

সোমনাথের চোখদুটি পেল দুজন দৃষ্টিহীন মানুষ

জিতেন নন্দী, কলকাতা, ১১ জুন •

'সময় তোমাকে' পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ দাস ক্রনিক মায়েলোফাইব্রোসিস রোগে ভুগছিলেন। সারা পৃথিবীতে এই রোগে আক্রান্তরা কুড়ি বছরের বেশি বাঁচে না। তবু সোমনাথের নিজের বাঁচবার ইচ্ছা, মনোবল এবং নীলরতন সরকার হাসপাতালের হেমাটোলজি বিভাগের কর্মীদের সহৃদয় চিকিৎসায় সোমনাথ পঁয়ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। বেঁচে থাকাকালীন তিনি নিজের দেহ ও চোখদুটি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর বাবা–মা দেহদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর চোখদুটি সময়মতো ব্যারাকপুরের দিশা চক্ষু হাসপাতালের প্রভা আই ব্যাঙ্কে দান করা হয়। এই সংস্থার মেডিকাল ডিরেক্টর ডাঃ সমর কুমার বসাক তাঁর পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যতদূর জানা গেছে, সোমনাথের চোখদুটি দরিদ্র দুজন দৃষ্টিহীন মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনগর সাধারণ পাঠাগার ধ্বংসের পথে

জিতেন নন্দী, রবীন্দ্রনগর, ২৯ জুন •

রবীন্দ্রনগর সাধারণ পাঠাগার মহেশতলা পুর এলাকার মধ্যে রবীন্দ্রনগরে অবস্থিত। সরকার পোষিত এই পাঠাগার খুবই সংকটজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তিন মাস আগে এই পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক বদলি হয়ে অন্য পাঠাগারে চলে গেছেন। মিন্টু ব্যানার্জি নামে একজন সহকারী আছেন। নতুন কোনো গ্রন্থাগারিক পাঠানো হয়নি। দীর্ঘদিন এই পাঠাগারে কোনো নির্বাচন হয়নি। নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী নেই। কোনো উপদেষ্টামণ্ডলী নেই। পাঠাগার সময়মতো খোলা হয় না। প্রায়ই অজ্ঞাত কারণে বন্ধ থাকে। ৩০ মার্চ স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা এবং পাঠাগারের সদস্য আলিপুরে জেলা গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে দেখা করেন। একটি চিঠি দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। জেলা গ্রন্থাগারিক বলেন, শীঘ্রই এখানে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হবে। পাঠাগারের সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি জানান, তিনি পদত্যাগ করেছেন। সহকারী কর্মী মিন্টু ব্যানার্জির চারমাসের বেতন পাঠাগারের অচলাবস্থার জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে।

গত ২০ জুন বুধবার আমি দুপুর দেড়টার সময় পাঠাগারে যাই। দেখি, মূল ফটক বন্ধ হয়ে রয়েছে। কর্মী মিন্টু ব্যানার্জি আসেননি। আধঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসি। বাড়িতে ফিরে এসে জেলা গ্রন্থাগারিককে ফোন করে জানাই, পাঠাগার বন্ধ হয়ে রয়েছে। আজ দুপুর তিনটেয় ফের পাঠাগারে গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। এইভাবে সরকার পোষিত একটি পাঠাগার ধ্বংসের পথে চলেছে এবং জনসম্পদের ক্ষতি হয়ে চলেছে।

ওষুধের দুর্নীতি নিয়ে সভা

শ্রীমান চক্রবর্তী, কলকাতা, ৩০ জুন •

ওষুধের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও সাম্প্রতিক ওষুধ–দুর্নীতি নিয়ে একটি আলোচনা হল ২৩ জুন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ওষুধ–বিজ্ঞান বিভাগে। হেলথ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ও বিভিন্ন বন্ধু সংগঠন এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। অনুষ্ঠানে ক্লিনিকাল ট্রায়াল নিয়ে বললেন অধ্যাপক তাপস ভট্টাচার্য।

তিনি জানালেন, ভারতে এখন সরাসরি বিদেশি কোম্পানিগুলি তাদের ওষুধের ট্রায়াল দিচ্ছে, কারণ এখানে ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালাবার উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইংরাজি জানা ছাত্র–ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে প্রকৃত খুঁটিনাটি না জেনেই কোম্পানিগুলিকে ওষুধের ট্রায়াল করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ট্রায়াল দিতে গিয়ে অনেকে মারা যাচ্ছে।

খ ব রে দু নি য়া

'ইউরো কাপ ফুটবলের আয়োজকরা ইউক্রেনে দেহব্যবসার দালালি করছে'

পোশাক খুলে প্রতিবাদ ইউক্রেনের মেয়েদের সংগঠনের

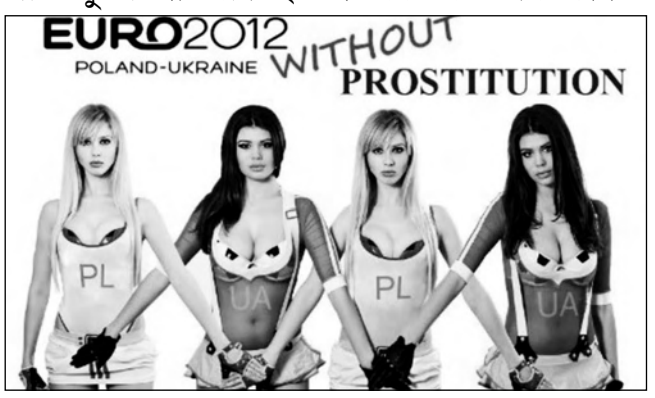

কুশল বসু, কলকাতা, ২৯ জুন। ছবিতে ইউরো কাপের আয়োজকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ইউক্রেনের মেয়েরা •

ইউরো কাপ ফুটবলের জমজমাট আসর বসেছে ইউক্রেন আর পোল্যান্ডে। আর তার সাথেই জাঁকিয়ে বসেছে মেয়েদের দেহব্যবসা। ফুটবল অনুরাগী দর্শকরা বিদেশ থেকে ইউক্রেনে আসছে, উপরি পাওনা হিসেবে পূর্ব ইউরোপের গরিব দেশের কমবয়সি মেয়েদের কাছ থেকে সস্তায় যৌনপরিষেবা নেওয়ার জন্য। এই ইউরো কাপ ফুটবল যারা আয়োজন করে সেই ইউনাইটেড ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা উয়েফা বাস্তবত দেহব্যবসার দালালের ভূমিকা পালন করছে। এমনই অভিযোগ করেছে ইউক্রেনের কমবয়সি মেয়েদের নারীবাদী সংগঠন 'ফেমেন'।

যদিও ইউক্রেনে দেহব্যবসা বেআইনি, তবুও সাড়ে চার কোটি মানুষের দেশে সরকারি হিসেবেই বারো হাজারের ওপর মহিলা দেহব্যবসায় যুক্ত। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা সত্তর হাজার। ফেমেন সংগঠনের মুখপাত্র ইনা শেভচেঙ্কো গোল ডট কম নামের একটি ফুটবল ওয়েবসাইটে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'উয়েফা শুধু টাকা চেনে। শুধু এর লোভেই তারা এখানে ওখানে যায়। আর তারা ভালো করেই জানে, ইউক্রেনে টাকা কামানোর উপায় হল সেক্স ইন্ডাস্ট্রি। মেয়েদের এখানে কোনো বিকল্প রাস্তা নেই আয় করার। দালালরা তাদের নিয়োগ করে রাস্তাঘাটে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাবে — সব জায়গায়। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা এই ইন্ডাস্ট্রিতে জুড়ে যায়। এই দেশটা পতিতাদের দেশ। ... উয়েফা আমাদের সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে, যাতে এই ব্যবসার বাড়বৃদ্ধি ঘটে। তাকিয়ে দেখুন, এয়ারপোর্ট থেকে নেমেই আপনি দেখতে পাবেন সেক্স ক্লাব। আমাদের দেশে যত ওষুধের দোকান বা রেস্তোরাঁ আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সেক্স ক্লাব। ... আমরা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে উয়েফার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, চেয়েছিলাম দেহব্যবসা রোধে তাদের সঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু তারা পাত্তাই দেয়নি। তখন আমরা বুঝি, উয়েফাই হল আসল দালাল। মূল দালাল মিশেল প্লাতিনি (উয়েফার কর্তা, প্রাক্তন ফুটবলার)'।

আজকাল দেশে বড়ো খেলাধুলার আসর বসলে কেবল ইস্পাত, লোহা, সিমেন্ট, ইট, বালি, ইমারত, পাওয়ার, দুর্নীতি এবং ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা বাড়ে না, বাড়ে দেহব্যবসাও। ২০০৪ সালে গ্রীসে অলিম্পিক গেমসের আসর বসলে সেখানে লিপিবদ্ধ নারী পাচারের মামলা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল। ২০০৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসার প্রাক্কালে জার্মানি এমনকী দেশে যৌনব্যবসা আইনসিদ্ধ করে দিয়েছিল। আগামী মাসে লন্ডনে বসতে চলেছে অলিম্পিক, সেখানেও নারীপাচার বাড়ছে, যদিও পতিতাবৃত্তির ওপর বাড়তি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেখানে।

ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এইডস রোগী ইউক্রেনে। পতিতাদের প্রতি দশজনের মধ্যে একজন সেখানে এইডস মারণ রোগে আক্রান্ত। সেখানে যৌনপরিষেবা চাওয়াটা বেআইনি নয়, যৌনপরিষেবা দেওয়াটা অপরাধ, ধরা পড়লে জরিমানা হয়। অপ্রাপ্তবয়স্কের কাছ থেকে যৌন পরিষেবা নিলে প্রথমে ধরা হয় সেই অপ্রাপ্তবয়স্ককে, অপরাধী হিসেবে। গত বছর খোদ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'ইউক্রেনে এসে কাঠবাদাম গাছ দেখুন আর দেখুন কীভাবে মেয়েরা একটু গরম পড়লেই তাদের জামাকাপড় খুলে ফেলতে শুরু করে।' বয়স্ক পয়সাওয়ালা পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা কচি বউয়ের খোঁজে ইউক্রেনে আসে। এসবের জন্য আছে বিশাল বিশাল আন্তর্জাতিক দালালচক্র।

এমতাবস্থায়, ২০০৮ সালে সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা ১৮–২০ বছর বয়সি কিছু মেয়ে এক জঙ্গী নারী আন্দোলন শুরু করে। তারা বুকের পোশাক খুলে ফেলে এবং বিভিন্ন যৌন উত্তেজক অঙ্গভঙ্গী করে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দাবি পোস্টারে লিখে। পুরুষ আধিপত্য, নারী পাচার, বিয়ে ব্যবসা, সেক্স ইন্ডাস্ট্রি, সেক্স ট্যুরিজমের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। কিন্তু কেন তারা পোশাক খুলে ফেলে এবং যৌন অঙ্গভঙ্গী করে প্রতিবাদ করে? কারণ সাদামাটা প্রতিবাদে মিডিয়া বা লোকজন, কেউই পাত্তা দেয়না। এই প্রতিবাদ করার জন্য ফেমেন–এর অফিসের বাইরে দিন রাত পুলিশ নজর রাখে, দেখে, সেখানে কারা ঢুকছে কারা বেরোচ্ছে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়া এদের প্রতিবাদের ছবিও ছাপে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই দেশটিতেই ১৯৮৬ সালে অভিশপ্ত চের্নোবিল পরমাণু বিপর্যয় ঘটেছিল। দেশটির পঙ্গু অর্থনীতির কারণে প্রচুর পুরুষ বিদেশে কাজের সন্ধানে চলে যায়।

বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে উত্তাল তেল আভিভ

কুশল বসু, কলকাতা, ২৮ জুন •

গতবছর পঁচিশ বছরের মেয়ে যুবতী ডাফনি লীফ–এর স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনে ইজরায়েলে হাজার হাজার মানুষের সমবেত প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল; ইজরায়েলের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল তাঁবু–শহর। ডাফনি লীফ অচিরেই হয়ে ওঠেন লক্ষ লক্ষ ইজরায়েলি তথা সেখানকার সামাজিক আন্দোলনের নেতা।

এবছর ২২ জুন শুক্রবার ডাফনি লীফ এবং আরও কয়েকজন তেল আভিভের কেন্দ্রস্থল রথ্‌সচাইল্ড অ্যাভিনিউ বরাবর ফের তাঁবু খাটাতে শুরু করেন। তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরের দিন শনিবার রাতে ডাফনি লীফের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে তেল আভিভের রাবিন স্কোয়ার থেকে হাবিমা স্কোয়ারের দিকে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি মানুষ হাঁটতে শুরু করে। পুলিশ মিছিল আটকে ৮৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের অভিযোগ, প্রতিবাদকারীরা পুলিশ ইন্সপেক্টরদের আক্রমণ করেছে এবং পুলিশকে জিনিসপত্র ছুঁড়ে মেরেছে, থুতু ছিটিয়েছে।

বাসস্থানের সমস্যায় জর্জরিত ইজরায়েলি সমাজ প্রতি সপ্তাহে রাস্তায় নামছে। তাদের কঠোরভাবে দমন করছে ইজরায়েলি রাষ্ট্র।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.